বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

বর্তমান সরকারের মেয়াদে এক নজরে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

রেশম একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫০ (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ **এর** অধিক জনগোষ্ঠী **রেশম শিল্পের সাথে** জড়িত। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। রেশম শিল্পের যাবতীয় কর্মকান্ড একদিকে কৃষিনির্ভর অন্যদিকে শিল্পনির্ভর। বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড রেশম শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এবং রেশম শিল্পের কৃষি ও শিল্প উভয় পর্যায়েই এর সম্প্রসারণ ও অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৭৪ সালে নাটোর উত্তরা গণভবনে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** রাজশাহীর রেশম বস্ত্র দেখে চমৎকৃত হন এবং রেশম শিল্প বিকাশে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তারই ফসল হিসেবে পরবর্তীতে রেশম শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড পৃথক সংস্থা হিসেবে তার যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের সাথে একত্রে থাকলেও পরবর্তীতে সেটি পৃথক সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অসমন্বয়ের কারণে এ শিল্প সম্প্রসারণে ব্যাঘাত ঘটে। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায়** সমন্বয়ের মাধ্যমে রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন একীভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। বর্তমানে সমন্বয়ের মাধ্যমে রেশম সম্প্রসারণসহ সার্বিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতেই রেশম চাষকে **"আমার বাড়ি আমার খামার"** প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে প্রকল্পটির কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪১টি জেলার ৯৯টি উপজেলায় "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের সমিতির ২২,৭৩৩ জন সদস্যের মধ্যে জরিপ সম্পাদন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আগ্রহী ৩৮০৩ জনের বিপরীতে এ পর্যন্ত ১২৫২ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পভূক্ত ২৫২৭ জন সদস্য তুঁতচাষে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৬৯৭ জন সদস্য রেশমপোকা পালন করে উৎপাদিত রেশমগুটি বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

তৎকালিন সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ২০০২ সালে রাজশাহী রেশম কারখানা বন্ধ করা হয়। দীর্ঘ ১৬(ষোল) বছর পর বর্তমান সরকারের আমলেই রাজশাহী রেশম কারখানা স্বল্প পরিসরে চালু করা হয়। কারখানায় রেশম চাষিদের উৎপাদিত রেশম গুটি থেকে সুতা তৈরি করে বিভিন্ন রকমের কাপড় যেমন: ***ব্লক, স্ক্রীন প্রিন্ট শাড়ী, গরদশাড়ী, ডুপিয়ন, বলাকা ও মটকা ইত্যাদি থান কাপড়, উত্তরীয়, টুপিস, হিজাব, টাই*** *প্রভৃতি পণ্য* তৈরি ও বিক্রয় করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯,৩৮৩ মিটার কাপড় উৎপাদন করা হয়েছে। এতে রাজশাহীসহ বাংলাদেশে সকল মানুষের খাঁটি রেশম কাপড় পরার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দীর্ঘ সময় ছিল না। বর্তমানে রাজশাহী রেশম

কারখানার ৩৮টি পাওয়ার লুম সচল করা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী রেশম কারখানায় উৎপাদিত কাপড় বিক্রির জন্য কারখানা চত্বরে একটি শো-রুম সংস্কারসহ তা আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে। শুধুমাত্র বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণেই এর কাঠামোগত পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। রেশম শিল্পের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কারণে রেশম শিল্পের কারখানাসহ মাঠ পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি দরিদ্র রেশম চাষির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের সময়পযোগী নীতির কারণেই বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডকেও ডিজিটালাইজড করা সম্ভব হয়েছে। বোর্ডের নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল চালু রয়েছে যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ই-জিপি, ই-নথির কার্যক্রমসহ বোর্ডের ফেইসবুক পেজ চালু রয়েছে। অর্থাৎ ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে অনেক কাজ সহজ হয়েছে। ডিজিটাল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তুঁতচাষি ও পলুপালনকারীদের মোবাইল SMS এর মাধ্যমে কারিগরি তথ্য প্রেরণ করা হচ্ছে। অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য তুঁত চাষিদের উৎপাদিত গুটির ন্যায্য মূল্য রকেটের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। এখন ঘরে বসেই অফিসিয়াল ওয়ার্ক করা সম্ভব হয়েছে, যা আগে সম্ভব ছিল না। এমনকি মিটিং এর মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও ঘরে বসে করা সম্ভব হয়েছে। আর বৈশ্বিক দূর্যোগে এর গুরুত্ব আরও বহুলাংশে বেড়ে গেছে।

এসডিজি'র ১০(দশ)টি গোলের সাথে বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কযুক্ত। ভিশন ২০২১ ও এসডিজি বাস্তবায়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। একইভাবে বোর্ডের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে সকল পর্যায়ের অফিস প্রধানের কাজের লক্ষ্যমাত্রা, দায়িত্ববোধসহ জবাবদিহিতা বহুলাংশে বেড়ে গেছে। এমনকি শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমেও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে নৈতিক বোধ পুর্বের তুলনায় জাগ্রত করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বেড়ে গেছে এবং সাধারণ জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি অনেক সহজ হয়েছে। অর্থাৎ সার্বিক দিক থেকে কাজের পদ্ধতিগত ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এবং সহজ হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মেয়াদে ১২৯.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৮০.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৪৯.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি প্রকল্প চালু রয়েছে। এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মূলত রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং শিল্পটির ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। শুধু সমতল ভূমিতেই নয় রাঙামাটি, পার্বত্য অঞ্চলেও রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এখানে প্রায় ১০ হাজার লোকের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রেশম শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মেয়াদে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রধান সাফল্য নিম্নরুপঃ

ক্রঃনং	কর্মকান্ডের বিবরণ	অর্জন
১।	তুঁতচারা উৎপাদন করে তুঁতচাষিদের মধ্যে বিতরণ ও রোপণ	*৪৯.৫০লক্ষ*
২।	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন করে তুঁতচাষিদের মধ্যে বিতরণ	৪৮.৮২ লক্ষ
৩।	রেশম গুটি উৎপাদন	১৬.৭৯ লক্ষ কেজি
৪।	রেশম সুতা উৎপাদন(সরকারি পর্যায়ে)	*১২,২১১ কেজি*
৫।	রেশম চাষি ও রিলারকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১১,৫৬৬ জন
৬।	চাকী পলু রেশম চাষি ও বসনীদের মধ্যে বিতরণ	১১.০০ লক্ষ
৭।	তুঁত ব্লক স্থাপন ও গুচ্ছাকারে আইডিয়াল রেশম পল্লীর কার্যক্রম	৩০০ টি ব্লক ও ১৮ টি আইডিয়াল
৮।	রাজশাহী রেশম কারখানায় এ পর্যন্ত কাপড় উৎপাদন	*৯,৩৮৩ মিটার*